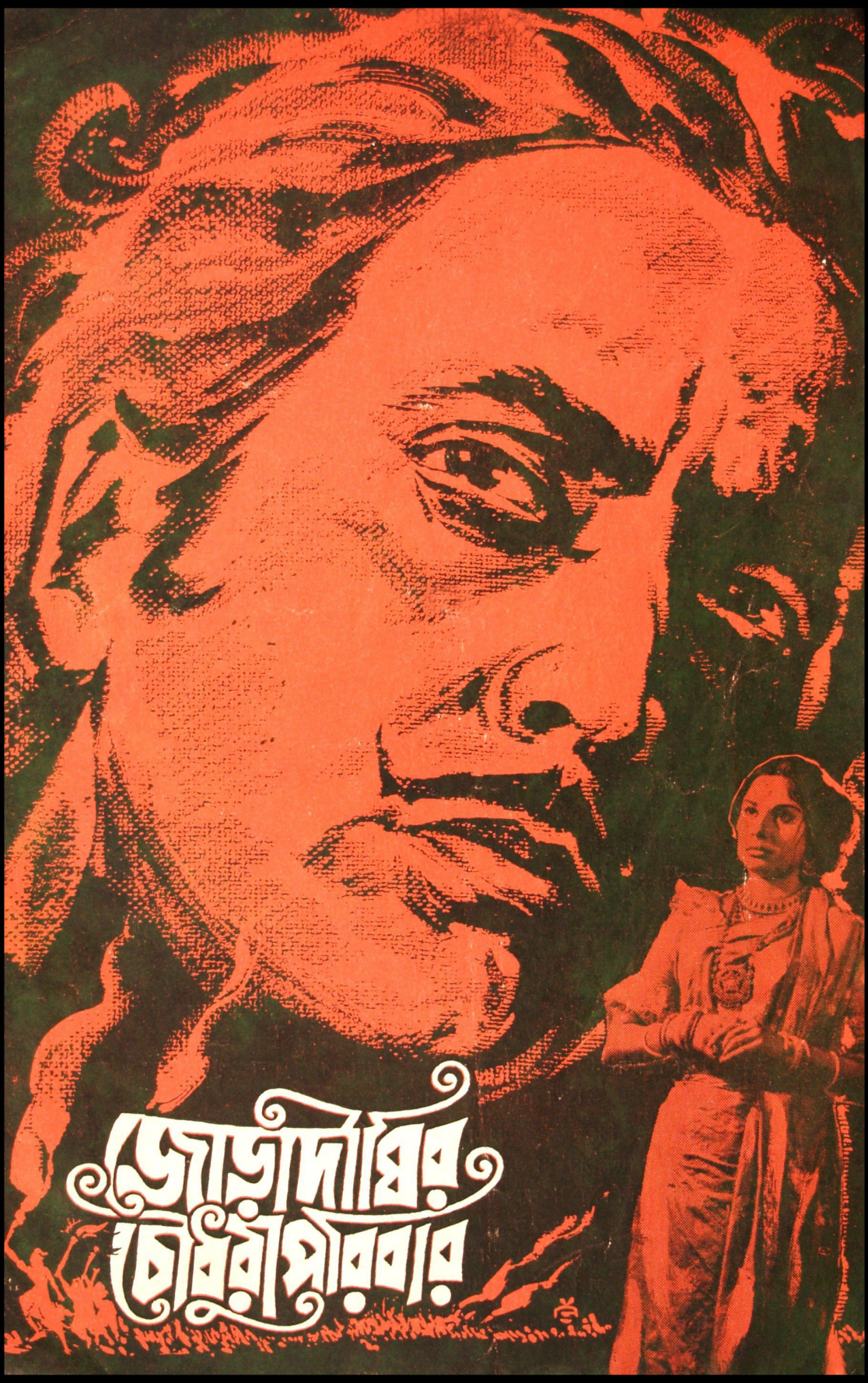
জোড়াদীঘির
চৌধুরী পরিবার

শ্যাডো প্রোডাকসন্স এর প্রথম নিবেদন

পরিচালনা :
অজিত লাহিড়ী

সংগীত :
কালিপদ সেন

জোড়াদীঘির চৌধুরিপরিবার

চিত্রনাট্য :
মৃণাল সেন

কাহিনী :
প্রমথনাথ বিশী

চিত্রগ্রহণ : বিজয় দে
সম্পাদনা : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশ : সুবোধ দাস
শব্দগ্রহণ ও শব্দপুণর্যোজনা : সত্যেন চট্টো:
গীত-রচনা : প্রণব রায়
সংগঠণে : মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সতীশ মুখো:
প্রধান কর্মসচিব : সুনীল রাম,
ব্যবস্থাপনায় : গান্ধী বসু, সুধীর বসু
পরিচয়লিপি : দ্বিগেন ষ্টুডিও
সহকারী : বিশ্ববন্ধু রায়
প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
সহকারী : পিন্টু দত্ত

শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত (অন্তর্দৃশ্য)
অনিল তালুকদার (বহির্দৃশ্য)
পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত
রূপসজ্জা : মনোতোষ রায়
নৃত্য-পরিকল্পনা : শক্তি নাগ
স্থির-চিত্র : আশু সেনগুপ্ত (ষ্টুডিও বলাকা)
কণ্ঠসংগীতে : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ।। সন্ধ্যা মুখার্জী আরতি মুখার্জী ।। রুমা গুহঠাকুরতা ।। গীতা দাস এবং ইয়োথ কয়ারের শিল্পীবৃন্দ।
প্রচার-অঙ্কণে : নির্মল রায় ।। গোরাচাঁদ রায় আর্টিকো।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : দেবব্রত সরকার ।। প্রদীপ নিয়োগী ।। চিত্রগ্রহণে : শান্তি দত্ত ।। শান্তি গুহ ।। শ্যামল গাঙ্গুলী (এ্যাঃ) কান্তি তেওয়ারী ।। শব্দগ্রহণে : বাবাজী শ্যামল ।। মহাদেব দাস ।। কালী দাস ।। শিল্প-নির্দ্দেশে : সোমনাথ চক্রবর্তী ।। সংগীতে : অলোক নাথ দে ।। সম্পাদনায় : অনিল দাস ।। রূপসজ্জায় : অক্ষয় দাস ।। পঞ্চু দাস ।। শব্দগ্রহণে : বলরাম বারুই পটশিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ।। ব্যবস্থাপনায় : রতি দাস ।। কানাইলাল রায় ।। কারুশিল্পে : বর্জু মহান্তি ।। ছেদীলাল শর্মা ।। চিরঞ্জীব শর্মা ।। সাজসজ্জা : গণেশ দাস ।। সরযূলাল।

সাজসজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ।। ডি. আর. মেকআপ
আসবাব পত্র : নিউ কর্ণওয়ালিশ এক্সচেঞ্জ।

আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য ।। কাশী ।। ভবরঞ্জন দাস ।। সুনীল শর্মা ।। তারাপদ মান্না রামবিলাস ।। সুভাষ ঘোষ ।। রাম দাস

টেক্ নিশিয়ান্স ষ্টুডিও ও রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সিনে টেক্নীসিয়ান্স এণ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ।। হুগলী জেলা কৃষক সমিতি পিপলস্ ইনষ্টিটিউট (টালীগঞ্জ) ।। তাপু মুন্সী ।। বীরেন দত্ত ।। ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটর্স ।। মিলি ইলেকট্রিক ।। স্বদেশ মিত্র ।। সমর মুখার্জী ।। শ্রীরাম ঘোষ ও ধনঞ্জয় ভাণ্ডারী (কাকদ্বীপ) নিমুদা ও অবু ঘটক (বহরমপুর) সত্য রায় (দশঘরা) পিয়ার আলী ।। ফরাত ।। কোহিনুর মুখার্জী মেহেরলাল আঢ্য (আরমাড়ী) শ্রীরাখাল সাহা। । ডাবু গাঙ্গুলী ।। শ্রীআনন্দ চক্রবর্তী ।। বীরেন সেন গোষ্ট কুমার (করবী) চালুয়া সংঘশ্রী ক্লাব ।। শচিন বারিক ।। জীতেন বসু। অবনীমোহন বসু।

।। বিশ্ব-পরিবেশনা : দেবালী পিকচার্স ।। পম্পি ফিল্মস্ রিলিজ ।।

কাহিনী

জমিদারি এবং দস্যুবৃত্তি—এই দুই জীবিকাতেই সাফল্যলাভ করেছিল জোড়া দীঘির চৌধুরীরা। এই পরিবারের এক প্রাক্তন পুরুষ চলনবিলের অন্ধকারে একটি বজরায় ডাকাতি করতে গিয়ে বর্শার সুনিপুণ আঘাতে হত্যা করেছিলেন আপন জামাতাকে, মুছে দিয়েছিলেন নববিবাহিতা কন্যার সিঁথির-সিঁদুর। চৌধুরী পরিবারের সেই সর্বশেষ ডাকাতি।···

তারপর মহাকাল নিষ্ঠুর হাতে জোড়া দীঘির সমস্ত ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এখন বিশাল প্রাসাদ পড়ে থাকে আদিমযুগের অতিকায় জন্তুর কঙ্কালের মতো—আর জমিদার উদয়নারায়ণ চৌধুরী বার্ধক্যের বোঝা বহন করে ঐ ধ্বংসস্তূপে একা প্রেতাত্মার মতো ঘুরে বেড়ান। তাঁর বাস অতীতের ঐশ্বর্যমণ্ডিত স্মৃতির মধ্যে। পৌত্রবধূ বনলতা আর দেওয়ান রামজয় ঐ বৃদ্ধকে বর্তমানের রিক্ততার কথা জানতে দেয়না, তাঁর সযত্নলালিত স্বপ্নের গায়ে আঘাত করে না। উদয়নারায়ণের প্রায়ান্ধ দৃষ্টি ও ক্ষীয়মান শ্রুতি কোন প্রতারণাকেই ধরতে পারে না। তিনি ভাবেন, সব গৌরব, সব সমারোহ, পূজা-পার্বনের সমস্ত আড়ম্বর সব পূর্ববৎ চলছে। নষ্ট হয়নি কিছুই, ম্লান হয়নি কোন কীর্তি। গভীর মমতায় ছায়ার মতো প্রভুর সঙ্গে ফেরে দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল স্বরূপ সর্দার। সে কি ভাবে? অতীতের শৌর্যের স্মৃতি? না আরেক দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল আলিবর্দীর প্রতিদ্বন্দ্বীতার কথা?

উদয়নারায়ণ ভাবেন অতীতের কথা আর ভবিষ্যতের কথাও—যে ভবিষ্যত মূর্তিধারণ করছে পৌত্র দর্পনারায়ণের মধ্যে—উন্নত, সবল, তেজস্বী যে মূর্তি। যে পাশের জমিদারি রক্তদহের বিলে পাখি শিকার করতে যায়, আর নিজের অগোচরে হয়তো সে রক্তদহের পিতৃমাতৃহীনা জমিদার কন্যা ইন্দ্রাণীর হৃদয়টিকেও অধিকার করে। উচ্ছ্বসিত উদয়নারায়ণ স্বয়ং আশীর্বাদ করে আসেন ইন্দ্রাণীকে। বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে স্বরূপ সর্দ্দার হঠাৎ আরো অনেক সাধের সঙ্গে গঙ্গা স্নানের আজীবন সাধ অপূর্ণ রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তৎক্ষণাৎ তার চির-প্রতিদ্বন্দ্বী আলিবর্দী এ.স দর্পনারায়ণের পাশে এসে নিঃশব্দে স্বরূপের স্থান অধিকার করে। স্বরূপদাদার অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য দর্পনারায়ণ অস্থি বিসর্জন করতে যাত্রা করে পলাশীর গঙ্গায়। বিবাহের সোৎসাহ আয়োজন চলতে থাকে জোড়াদীঘি ও রক্তদহে।

পলাশীর প্রান্তরে অন্ধকারে নাটকের নতুন দৃশ্য উন্মোচিত হয়। তেমাথার জমিদার পরন্তপ রায়ের অত্যাচারের হাত থেকে বনমালাকে উদ্ধার করে দর্পনারায়ণ। বনমালার পিতা কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে অক্ষমতা জানায়। চৌধুরীদের আবহমান কালের জেদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দর্পনারায়ণ স্বয়ং বনলতাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে ফিরে আসে।

এদিকে ক্রোধে অস্থির হয়ে ওঠে ইন্দ্রাণীর অপমানহত প্রতীক্ষা। রক্তদহ ও জোড়া দীঘির পুরাতন শত্রুতার স্মৃতি তার রক্তে দোলা দেয়। বিমূঢ়, বেদনাবিদ্ধ উদয়নারায়ণ

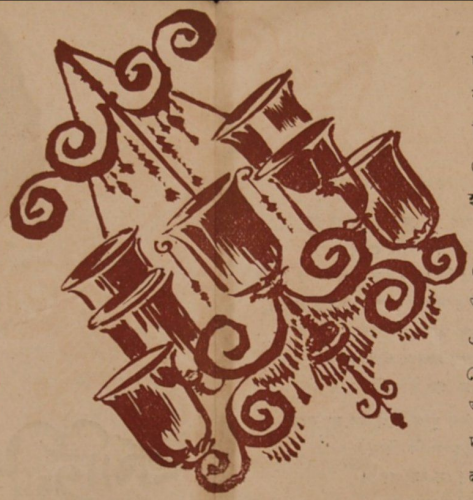

দর্পনারায়ণের জন্যে জোড়াদীঘির দেউড়ির ফটক রুদ্ধ করে দেন। বনমালাসহ দর্পনারায়ণ বজরা নিয়ে নিজের ভাগ্যের প্রতিকূল স্রোতে ভেসে চলে। জেদের সঙ্গে জেদের লড়াই—হারজিতের মীমাংসা হওয়া কি এত সহজ?

এদিকে পরন্তপ রায় রক্তদহের বার্ষিক ঘোড়-দৌড়ের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। অদৃষ্টের আকস্মিক আশীর্বাদে ইন্দ্রাণীকেও জয় করে নেয় সে। এবার সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ নেবার পালা। জোড়াদীঘির সঙ্গে রক্তদহের শত্রুতা ঘনিয়ে ওঠে। অহংকারে অহংকারে সংঘাত বাধে, সশস্ত্র লাঠিয়ালের দল পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃতদেহ মাটিতে লুটায়, জোড়াদীঘি আর রক্তদহের ভূমি রক্তে রাঙা হয়ে যায়। প্রাসাদে আগুন জ্বলে। হুংকারে, আর্তনাদে, গর্জনে, ক্রন্দনে বাতাস বিক্ষুব্ধ হয়—অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয় আকাশ।

সেই তীব্র রণকোলাহলের মধ্যে পরন্তপের ক্রূর শয়তানি কোন্ নির্মম লক্ষ্যে ছুটে যায়…? ইন্দ্রাণীর লাঞ্ছিত করুণ হৃদয় কোন্ সান্ত্বনা খুঁজে পায়? দর্পনারায়ণ—বনমালার প্রত্যাগমনে কোন সান্ত্বনার সুধাপাত্র তাদের হাতে তুলে দেন উদয়নারায়ণ? ইতিহাসের ঐ ছিন্ন আলোড়িত মুহূর্ত এদের সকলের জন্য কোন্ অভাবনীয় প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে?

মহাস্থবির উদয়নারায়ণ কি কোনদিন তার উত্তর পাবেন?

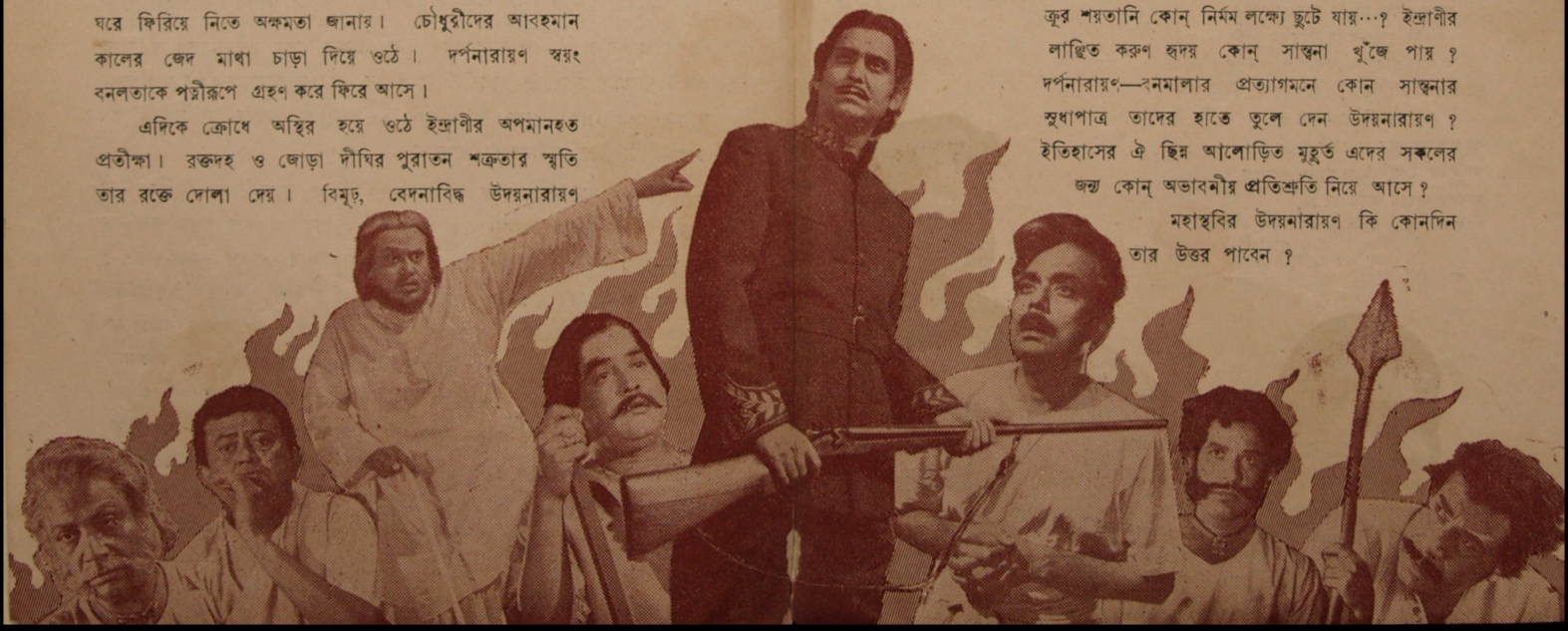

সঙ্গীত

(১)

বরষ ফুরায় গেল, উমা এল কই ?
প্রাণ কাঁদে 'মা মা' বলে,' পথ চেয়ে রই।
কৈলাসেতে গিয়া কি তোর কাঁদে না পরাণ,
পাষাণের বেটি বলে' তুইও কি পাষাণ
দীনহীন ব'লে কি মা আমি কেহ নই ?
কি দিয়া পূজিব মাগো, কি আছে আমার,
কোন্ পাপে ভাঙ্গা ঘর হইল আঁধার
এ বুকে মা কত জ্বালা বল্ কা'রে কই।

(২)

যেরো না যেরো না শ্যাম রং-পিচকারি,
প্রেম-অনুরাগে রাঙা হ'ল রাধা প্যারী ॥
অঞ্চল ছাড়ো ছাড়ো ওগো বনমালি,
ননদিনী রাধা-নামে দিবে যে কালি।
আবিরে রাঙালে কেন পথেরি মাঝে
ডর লাগে কে দেখিবে, মরি যে লাজে,
আমি পর-নারী ॥
অনুরাগ কুম্‌কুমে প্রণয়েরি ফাগে
স্বামি যে আপনি রাঙা শ্যাম-সোহাগে,
হৃদয়ের মধুবনে রঙের হোরি,
বাহিরে রাঙায়ে বলো কাজ কি হরি ?
রাধা যে তোমারি ॥

(৩)

পলাশীর প্রান্তর ! হেথায় ঘুমায়ে রয়
কত বীর বাঙালীর প্রাণ !
ভুলো না বাঙালি ! ভুলো না পলাশী !
আজো সেই শোণিতলেখা রাঙা হ'য়ে আছে প্রাণে,
কাঁদে মাতা শ্মশানে।
গঙ্গার কিনারে সন্ধ্যার আঁধারে
ডুবে গেল বাঙালির মান ॥
মুক্তির সেই হোমানল যুগে যুগে আজো জ্বলে,
যাবে সে কি বিফলে ?
রাখিও স্মরণে সে মহা মরণে
শত শত শহীদের দান ॥

(৪)

মধু যামিনী বিফলে না যায়।
যেন এ নিশি আর না পোহায় ॥
মালতী-কাননে (ওই) পাপিয়া
কুহরে বিজনে কাননে,
আমারি বুকে কোন্ পাপিয়া
মিলনের গীতি আজ রাতে গায় ॥
পিয়াসী এ হিয়া (মালা) রেখেছে লুকায়ে
গাঁথিয়া এ হিয়া,
স্বপনে-গড়া মোর বাসরে
তবু কেন হিয়া মরে তৃষায় ॥

রূপায়ণে :—

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
মাধবী মুখোপাধ্যায়
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
বিকাশ রায়
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

তরুণ কুমার ॥ অসিত বরণ ॥ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কমল মিত্র (অতিথি) শেখর চট্টোপাধ্যায় ॥ ভানু বন্দোপাধ্যায় নির্মল ঘোষ ॥ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিলীপ রায় (অতিথি) ॥ জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ॥ তরুণ রায় খগেন পাঠক ॥ সুব্রত সেন অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য (অতিথি) রুমা গুহঠাকুরতা ॥ গীতালি রায় দীপিকা দাস (অতিথি) ॥ ভারতী রায় সুধীর সরকার ॥ তিনু ঘোষ ॥ অরূপ বক্সী ॥ ভবতোষ ॥ সুন্দরলাল ॥ ফকির মণ্ডল ॥ মাঃ বাপী।

নৃত্যে : শ্রাবণী বসু

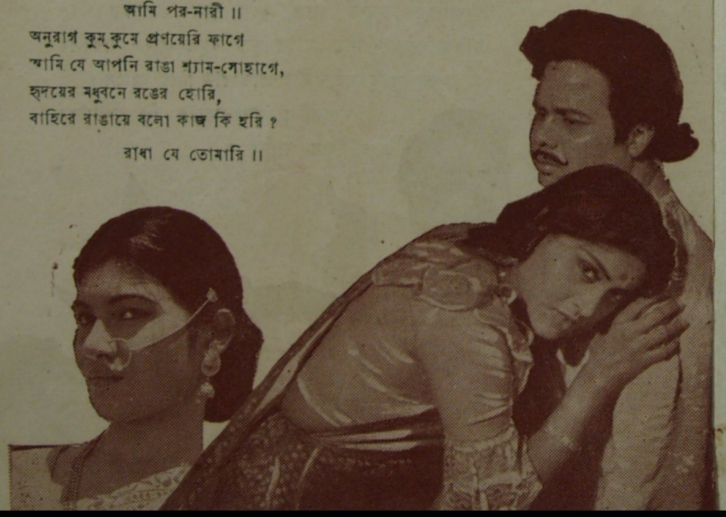

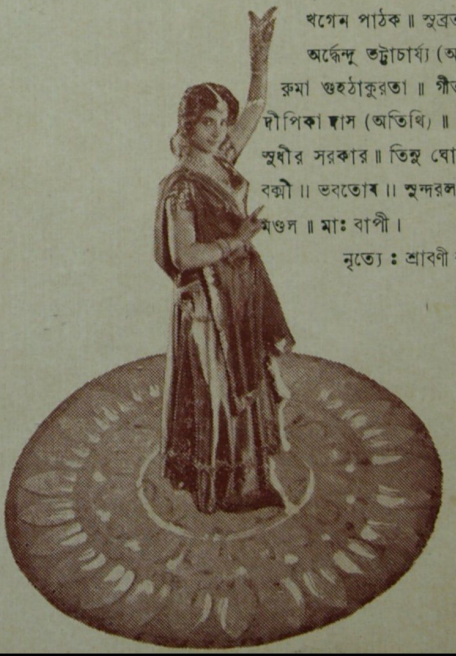

অসীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত

পম্পি ফিল্মস্, [redacted] থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।